بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

১০ রমজান, ১৪৩১ হিজরী | ২০-০৮-২০১০ ইং | নং: ০১/২০০৮১০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইসলামী সংবিধানকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে ***হিযবুত তাহ্রীর*** 'খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান' প্রকাশ করেছে

হিযবুত তাহ্রীর*, উলাই'য়াহ্** বাংলাদেশ, ইসলামী সংবিধানকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে ***হিযবুত তাহ্রীর প্রণীত *'খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান'* বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত ইসলামী সংবিধানের কিছু মৌলিক বিষয় নিম্নরূপঃ

১. ইসলামী আক্বীদাহ্'ই খিলাফত রাষ্ট্রের মূলভিত্তি রচনা করবে। এছাড়া, ইসলামী আক্বীদাহ্ রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন-কানুনেরও উৎস হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাষ্ট্রের সংবিধান কিংবা আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন বিষয় রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না যা ইসলামী আক্বীদাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তি হতে উৎসারিত; অথবা, এ বিষয়সমূহকে একমাত্র ইসলামী আক্বীদাহ্ হতেই উৎসারিত হতে হবে।

২. খিলাফত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী (ঔপনিবেশিক), কিংবা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়।

৩. খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না; অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী শরীয়াহ্ প্রদত্ত দায়-দায়িত্ব ও অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্র কিংবা কোন ব্যক্তির, রাষ্ট্রের অমুসলিম কোন নাগরিককে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোন প্রকার অনুমতি নেই।

৪. খিলাফত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিম্নরূপঃ

ক. *খলীফা*; খ. *মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ* (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী); গ. *মুওয়াউয়িন তানফিয* (নির্বাহী সহকারী); ঘ. গভর্ণরবৃন্দ (*উলাহ্*); ঙ. *আমির উল জিহাদ* (জিহাদের অধিনায়ক); চ. আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বিভাগ; ছ. পররাষ্ট্র বিভাগ; জ. শিল্পবিভাগ; ঝ. বিচার বিভাগ; ঞ. প্রশাসনিক বিভাগ (জনগণের বিষয়সমূহ সম্পর্কিত); ট. *বাইতুল মাল* (রাষ্ট্রীয় কোষাগার); ঠ. তথ্য বিভাগ (*ই'লাম*) দ. মাজলিস্ আল-উম্মাহ্ (*উম্মাহ'র প্রতিনিধি পরিষদ*)।

৫. খিলাফত রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্'র এবং মানুষের আইন তৈরীর কোন অধিকার নেই। কিন্তু, কর্তৃত্ব উম্মাহ্'র; অর্থাৎ, উম্মাহ্ খলীফা নির্বাচন করার সকল অধিকার সংরক্ষণ করবে; এবং খলীফা নিয়োগের পদ্ধতি হবে বাই'আত। এছাড়া, খলীফা উম্মাহ্'র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। *মাজলিস্ আল-উম্মাহ্* এবং *কাজী আল মাহ্কামাতুল মাজালিম* (বিচারক, যিনি জনগণ ও শাসকদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করেন) খলীফাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবে। এছাড়া, উম্মাহ্'র মধ্যে ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোও খলীফাকে জবাবদিহি করবে।

৬. খিলাফত রাষ্ট্র সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্'র জন্য একক (unitary) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। মুসলিমদের জন্য সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র একজন খলীফা থাকা বাধ্যতামূলক। খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত কোন সংঘ বা কনফেডারেশন নয়, যারা কিনা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং নিজ নিজ দেশের শাসকদের দ্বারা শাসিত। বরং, খিলাফত রাষ্ট্র উম্মাহ্'র মধ্যে বর্তমানে বিরাজমান ভঙ্গুর ও দুর্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে অপসারিত করে এগুলোকে খিলাফত রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্বের নীচে ঐক্যবদ্ধ করবে।

৭. খিলাফত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালা রাষ্ট্রের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার বিলাসিতার সুযোগ প্রদানের ভিত্তিতে রচিত। এ লক্ষ্য অর্জনে, খিলাফত রাষ্ট্র সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করবে; কাগুজে মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে; উম্মাহ্'র সম্পদকে (গণমালিকানাধীন সম্পদ) গুটি কয়েক ব্যক্তি ও বিদেশীদের কবল থেকে উদ্ধার; ও আই.এম.এফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের স্বার্থরক্ষাকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিরতরে মুসলিম ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করবে; এবং সেইসাথে, ভারী শিল্প গড়ে তোলাকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনীতির দ্রুত শিল্পায়ন করবে।

৮. খিলাফত রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হবে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে এ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান বাণীকে পৌঁছে দেয়া। মূলতঃ এটিই খিলাফত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। এর অর্থ হল, খিলাফত রাষ্ট্র এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী জাতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়েই তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে। এছাড়া, এ রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সেনাবাহিনী গঠন করবে; বিদেশী দখলদারিত্বের হাত থেকে মুসলিমদের প্রতিটি ভূখন্ডকে মুক্ত করবে; মুসলিমদের আভ্যন্তরীন বিষয়সমূহে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের হস্তক্ষেপ প্রতিহত করবে; দখলদার ও কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরাষ্ট্রগুলোর সাথে সকল প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে; এবং তাদের সাথে কৃত সকল প্রকার চুক্তি, সমঝোতা ও যৌথ সামরিক মহড়ার চিরতরে সমাপ্তি ঘটাবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ সহ খসড়া সংবিধানে উল্লিখিত সকল ধারা কুরআন ও সুন্নাহ্'র সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে উৎসারিত।

Tel: Fax:

e- Mail:

www.hizb-ut-tahrir.org
Media Office website:
www.hizb-ut-tahrir.info

হিযবুত তাহ্‌রীর এমন এক মূহুর্তে এই ইসলামী সংবিধান প্রকাশ করেছে যখন দেশের শাসকগোষ্ঠী এদেশের সংবিধান এবং এর সংশোধনীর ব্যাপারে এক ভিত্তিহীন বির্তকের অবতারণা করেছে। একদিকে সরকার পক্ষ বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাবার লক্ষ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে; আর অন্যদিকে বিরোধী জোট পঞ্চম সংশোধনী বহাল রাখার পক্ষে ওকালতি করছে। চলমান এ বিতর্ক অর্থহীন, অন্তঃসারশূণ্য এবং জনগণের কল্যাণের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আসলে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন-বৃটিশ-ভারত এবং সরকারী ও বিরোধী জোটে অবস্থিত তাদের একনিষ্ঠ দালালরা এ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে যেন এদেশের মানুষ আর কখনও ইসলামী ব্যবস্থা ও সংবিধান দিয়ে তাদের জীবন পরিচালনা করতে না পারে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর পক্ষ থেকে আমরা এদেশের আপামর মুসলিম জনগণকে অর্থহীন এই বিতর্কে জড়িত না হয়ে এদেশের মাটিতে ইসলামী সংবিধান এবং খিলাফত রাষ্ট্র পূণঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহবান জানাচ্ছি। ইসলামী আক্বীদাহ্ অর্থাৎ, *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'* কে মুসলিম উম্মাহ্'র সকল কাজের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। তাই, ইসলামী আক্বীদাহ্'ই হবে মুসলিম উম্মাহ্'র রাষ্ট্র এবং সংবিধানের মূলভিত্তি; এবং সকল বিধি-বিধান ও আইন-কানুন অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত হতে হবে।

***হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর মিডিয়া কার্যালয়**

উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ